জাতীয় বাজেট ২০২২–২৩: সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by
the European Union

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২২

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১। প্রেক্ষাপট এবং স্বাস্থ্য খাতের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৬টি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উন্নয়ন পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'মানব স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার'। কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধ করে জনজীবন সুরক্ষায় দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। প্রথমে ৮০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয় এবং পরবর্তীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুসারে তা ৭০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে শুরু হওয়া প্রথম ডোজ এবং পরবর্তীতে প্রদেয় বুস্টার ডোজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত টিকা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১২.৯ কোটি প্রথম ডোজ, ১১.৮ কোটি ২য় ডোজ এবং ১.৫ কোটি বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে (বাজেট বক্তৃতা)। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে জনগণের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য খাতের বাজেট প্রণীত হয়েছে।

সরকার অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১.৩৩ লক্ষ অটিস্টিক শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ৯টি জেলা হাসপাতালে তা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

'ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার কভারেজ' অর্জনের অংশ হিসেবে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য 'ইনফেকশন প্রিভেনশন গাইডলাইন 'তৈরি করা হয়েছে। 'গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি অপারেশনাল গাইডলাইন' ইতোমধ্যে চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২০২২–২৩ অর্থবছরে এর আওতায় কমপক্ষে ৮টি জিওডি এর কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ইতিমধ্যে 'সমন্বিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে 'সমন্বিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতিমালার আলোকে জাতীয় পর্যায়ের গঠিত কমিটি কাজ করছে। ২০২১–২২ অর্থবছরে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ২৩টি গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম শুরুর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ২০২২–২৩ অর্থবছরে এ তহবিলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে কোমল পানীয় এবং শক্তিবর্ধক পানীয়ের উপর কর আরোপ স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় ভাল উদ্যোগ। স্বাস্থ্য বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের অংশ ৪৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২–২৩ বাজেটে ৫১ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০২২–২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে ৫.৪ শতাংশ রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের জন্য। চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ ৩২ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা। ২০২২–২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ হয়েছে ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা।

২। প্রস্তাবিত ২০২২–২৩ বাজেটে স্বাস্থ্য খাত

২০২১–২২ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫.৪ শতাংশ যা ২০২২–২৩ অর্থবছরে অপরিবর্তিত আছে তবে বাজেটের আকার বৃদ্ধির সাথে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে ১৪.২ শতাংশ (লেখচিত্র-১)।

লেখচিত্র ১: স্বাস্থ্য ২০২২–২৩ খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাবনা (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব এবং সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত)

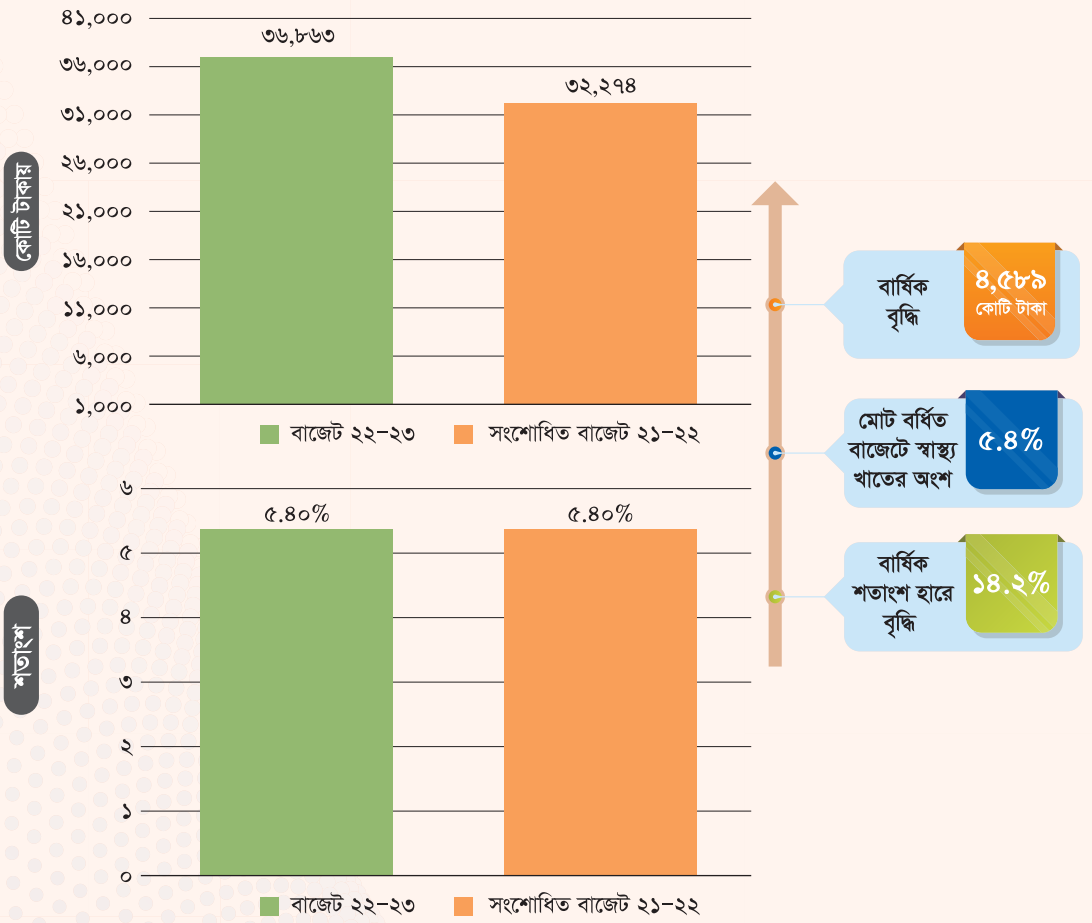

তথ্যসূত্র: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩। বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ

২০২২–২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতে কর্মসূচিসহ স্বাস্থ্য খাতের অধীনে স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নতুন ৪১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের পরিকল্পনা করা

হয়েছে। ২০২২–২৩ সালের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা এডিপি বরাদ্দের ৮৬ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং উন্নয়নে ব্যয়ের প্রস্তাবনা আছে (লেখচিত্র-২)।

লেখচিত্র ২: স্বাস্থ্য খাতে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ প্রস্তাবনা

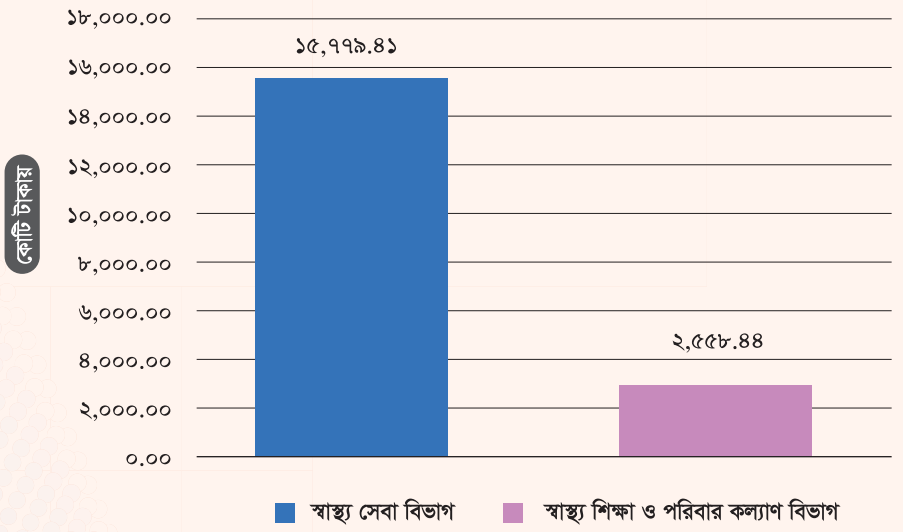

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৪। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য খাত

বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা না থাকায় দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাস্থ্যগত অভিঘাতের জন্য অর্থ ব্যয় করা খুব কঠিন, সেজন্য স্বল্প আয়ের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে 'কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং একীভূতকরণ', '২৪/৭ ঘণ্টা সেবা প্রদান করার জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বর্ধিত মানব সম্পদ দিয়ে আধুনিকায়ন করা'; 'মেডিকেল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান, সেবার সুবিধা, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত', 'শহরে দ্রুত বিস্তৃত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলোর পর্যালোচনা এবং পুনর্গঠন', 'দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা স্কিমগুলোর সম্প্রসারণ' এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরে ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি পরিষেবাগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির বর্ধিত ব্যবহার'। স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে দৃঢ় উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচসি) এর উদ্দেশ্যগুলো যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে স্বাস্থ্য খাতের বাজেটের পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.